৭/৮/২০০৩

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৩

শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগ ও পদোন্নতিতে ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থের প্রাধান্য ॥ গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়ায় কর্মরত সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর, বিভিন্ন কলেজ এবং শিক্ষাবোর্ডসহ জনগুরুত্বসম্পন্ন বিভাগের শীর্ষ পদগুলো পূরণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মনীতি উপেক্ষা করা হচ্ছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের পদটি শূন্য হবে বিধায় সেখানে কে নিয়োগ পাচ্ছে তা নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারে চলছে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা। নিয়মনীতি উপেক্ষা করে বিগত সরকারের আমলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক পদে নিয়োগে যে অনিয়ম হয়েছে তা নিয়েও সমালোচনার ঝড় বইছে।

জানা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক পদ জোড়াতালি দিয়ে চালানো হচ্ছে। শিক্ষা ক্যাডারের ২৯ কর্মকর্তাকে ডিঙ্গিয়ে অধ্যাপক সালেহ মতিনকে '৯৯ সালের ২৪ জুন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি হিসাবে চলতি দায়িত্বে নিয়োগ দেয়া হয়। তখন জ্যেষ্ঠতার তালিকায় জনাব মতিনের অবস্থান ছিল একত্রিশ। গত ৯ জানুয়ারি তিনি এলপিআরএ যাবার পর ঢাকা কলেজে গণিতের শিক্ষক হিসাবে এক বছর চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হয়। অবসরে যাওয়া এই অধ্যাপককে গত ৪ মার্চ একই সঙ্গে ঢাকা কলেজে গণিতের শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বিগত সরকারের এহেন কাণ্ড শিক্ষা ক্যাডারে হাসির খোরাক যুগিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষা ক্যাডারে এতই আকাল পড়েছে যে, একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে একই সঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিতে হবে। শিক্ষা বিভাগে এটি একটি নজিরবিহীন খারাপ দৃষ্টান্ত হিসাবে টিকে রইল বলে অভিমত প্রকাশ করলেন একজন প্রবীণ অধ্যাপক। 'জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হয়েছে' বলা হলেও অন্য কোন স্বার্থে এটি যে করা হয়েছে তা স্পষ্ট। উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সরকারের অন্যতম বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। সরকারী অর্থের সিংহভাগই ব্যয় হয় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে। এই খাতে আর্থিক সংশ্লিষ্টতাও কোটি কোটি টাকা। এমন একটি পদ অবসরপ্রাপ্ত ও একটি কলেজে কর্মরত অধ্যাপক দিয়ে চালানো কতটা জরুরী ছিল এবং কার স্বার্থে তা করা হয়েছে বিষয়টি নিয়ে মুখরোচক আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীতে (নায়েম) সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত ৩৩ অধ্যাপককে সুপারসিড করে ড. আনোয়ারুল হককে গতবছরের ২ মার্চ ডিজি পদে চলতি দায়িত্বে নিয়োগ দেয়া হয়। অথচ ঐতিহ্যগতভাবে নায়েমে শিক্ষা ক্যাডারের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক নিয়োগ পেতেন।

ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ড. আলী আজগরের চেয়ে একই বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, সচিব, কলেজ পরিদর্শক ও বিদ্যালয় পরিদর্শক সিনিয়র বলে জানা গেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন ও কলেজ) আহমেদ ফজলুল কবিরকেও জ্যেষ্ঠতার তালিকা সুপারসিড করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অথচ এই পদে সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত সিনিয়র অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকের নিয়োগ পাবার কথা। রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে আব্দুল হাইকে নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়। এই কলেজেই ছয়জন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন যাঁরা আব্দুল হাই-এর চেয়ে সিনিয়র। তিনি অবসরে গেলেও শিক্ষা বিভাগে বিষয়টি আজও খারাপ দৃষ্টান্ত হিসেবে সমালোচিত হচ্ছে।

এদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের পদটি সপ্তাহখানেকের মধ্যে খালি হতে যাচ্ছে। ডিজি ড. আয়েশা খাতুন এলপিআর-এ যাবেন। গুরুত্বপূর্ণ এই পদে কে নিয়োগ পাচ্ছেন তা নিয়ে চলছে জল্পনা-কল্পনা। কর্মরত সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের মধ্যে সম্ভাব্য ডিজি হিসাবে আব্দুর রশীদ, সূর্য্য কান্ত দাস ও এটিএম শরীফুল ইসলামের নাম জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে।

ভুক্তভোগী কয়েকজন অধ্যাপক জনকণ্ঠকে জানান, প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ফিরিয়ে আনতে এবং সকলের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদে নিয়োগে যে অনিয়ম হয়েছে তা দূর করা উচিত। তাঁরা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে এসব অনিয়ম বন্ধের দাবি জানান।